বুনিয়াদি আকাইদ

(মৌলিক ইসলামি আকিদাসমূহ)

বুনিয়াদি আকাইদ

(মৌলিক ইসলামি আকিদাসমূহ)

মাওলানা বেলাল বিন আলী

নজরে সানি
শাইখ তাহমীদুল মাওলা

চেতনা
প্রকাশন

বই : বুনিয়াদি আকাইদ
লেখক : মাওলানা বেলাল বিন আলী
প্রকাশকাল : ইসলামি বইমেলা ২০২২
প্রকাশনা : ৩১
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান সমন্বয় : সাহিত্যসারথি
পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহিবুল্লাহ মামুন
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বইকারিগর
✆ ০১৬৪২-৮১০২৩৭
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৩৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাস, সমাহার

মূল্য : ৩৫৮.০০৳

Buniyadi Aqaied by Belal Bin Ali
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় দাদুকে, যিনি আজ পরকালের বাসিন্দা। যার নিয়ত ও পরামর্শে ১৪০০ বছরের এই নুরানি কাফেলায় আমার অংশগ্রহণ। দাদা-দাদিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

আমার মা-বাবাকে; যারা আজও আমার জন্য কষ্ট করে যাচ্ছেন; ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন। মহান রব আমাদের তিন ভাইবোনের ওপর এই ছায়াকে আরও দীর্ঘ করুন। আমিন।

সেইসাথে আমার মুহতারাম সকল আসাতিজা; বিশেষত পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ (হাফি.), অত্যন্ত প্রিয় মুহসিন উস্তাজ মাওলানা আশরাফ হালিমী (হাতিয়ার হুজুর) (দা. বা.) এবং আমার 'মাদারে আসলি' মাদরাসাতুল মাদীনাহ-এর সকল আসাতিজায়ে কেরামকে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তার শান অনুযায়ী প্রতিদান দিন; মুহতারাম মরহুম নাজেম সাহেব হুজুর রহ.-কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

সর্বশেষ আমার দুই কন্যা সাওদাহ ও সাদীদাহ, আল্লাহ ওদের কবুল করে নিন এবং তাদের মায়ের ত্যাগ ও শ্রমের উত্তম বিনিময় মহান আল্লাহ তাআলা তাকে দান করুন। আমিন।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যার কোনো শরিক ও সমকক্ষ নেই, তিনি যাবতীয় দোষ, ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, স্থান, সময়, কাল, সীমা-পরিসীমা থেকে চিরপবিত্র; চিরপবিত্র দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। তাঁর পবিত্র সত্তা ছাড়া বাকি সবকিছু সৃষ্ট ও ধ্বংসশীল। সৃষ্ট কিছুই তাঁর সদৃশ নয় এবং তিনিও সৃষ্টির সদৃশ নন। তিনিই আদি; তাঁর পূর্বে কিছু ছিল না। তিনিই অন্ত; তাঁর পরেও কিছু থাকবে না। তিনি এখনো তেমন আছেন, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন। দরুদ ও সালাম সকল নবি-রাসুলের ওপর; বিশেষত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

বলাবাহুল্য, যেকোনো ধর্মের মৌলিক ভিত্তি সাধারণত দুটি জিনিসের ওপর–ঈমান ও আমল। এ দুটির মধ্যে আবার মূল হচ্ছে ঈমান। কারণ ঈমান ছাড়া আমল প্রাণহীন দেহের ন্যায়। ফলে ঈমান যত মজবুত ও পরিপক্ব হবে, আমলও হবে তত সুন্দর ও অনুপুঙ্খ। হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা.-কে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে নসিহত করে বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى.

> তুমি আহলে কিতাবের একটি কওমের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান আনে।[১]

সেই ঈমানের রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র আকিদা ও বিশ্বাস; যা পরিশুদ্ধ ও পরিপক্ব হওয়া ব্যতীত না শুদ্ধ হবে আমল, আর না সম্ভব পরকালীন মুক্তি। শুধু তাই নয়, নিত্যনতুন শিরক-কুফরের ছোবল থেকেও নিজেকে রক্ষার জন্য আকিদা পরিপক্ব করা এবং আকিদার পাঠ নেহায়েত জরুরি।

তা ছাড়া যুগ যত এগোচ্ছে, ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকিদা ও মতবাদ তত বাড়ছে। সেগুলোর উপস্থাপনও বেশ চাকচিক্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। আকিদা সম্পর্কে না জানা বা স্বল্প জানা যে-কেউ এই চাকচিক্যের ধোঁকায় পড়ে যেতে পারে। ফলে ঈমান রক্ষার তাগিদে চাই প্রকৃত আকিদার জ্ঞান। আর তার জন্য আবশ্যক সালাফদের আকিদা জানা ও সে সংক্রান্ত বিশুদ্ধ কিতাবাদি পড়া।

আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, এ বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু লেখার তাওফিক দিয়েছেন। তবে এত তাড়াতাড়ি কোনো কিতাব লেখার ইচ্ছা আমার কখনো ছিল না। আমার মনে হতো এখন মুতালাআ করতে থাকি; বয়স যখন ৫০ বা তার থেকেও বেশি হবে, তখন বেঁচে থাকলে ও আল্লাহ তাআলা চাইলে লিখব। তবে এখন মনে হচ্ছে চিন্তাটি নিতান্তই ভুল ছিল।

তা ছাড়া গত কবছর নিয়মিত তাখাসসুসে দরস দানের সুবাদে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা অনেক তালিবুল ইলমের আকিদার হালতও নজরে এসেছে। না বলে পারছি না, তাদের অনেকের আকিদাসংক্রান্ত দৈন্যদশা আমাকে যারপরনাই ব্যথিত করত। হাশাবি, হুলুলি, দেহবাদী ইত্যাদি অনেক আকিদাই তাদের কাছে অস্ফুট ও অস্পষ্ট।

দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা একজন তালিবুল ইলমের নিকট আকিদার বিষয়গুলো পুরোপুরি স্পষ্ট না হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে বলে মনে হয় :

[১] দেশীয় মাকতাবাগুলোতে সঠিক ও বিশুদ্ধ আকিদার কিতাব ও শরাহ খুব কম পাওয়া যায়। অধিকাংশ কিতাব ও শরাহ দেহবাদী ও হাশাবিদের লিখিত। তালিবুল ইলমগণ যখন দেখে, দামও কম, ভাষাও সহজবোধ্য,

---

১. বুখারি, ৭৩৭২

তখন সরল মনে সংগ্রহ করে নেয় এবং নিজেদের অজান্তেই ভ্রান্ত আকিদার জালে জড়িয়ে যেতে থাকে।

[২] আকিদার পাঠও ততটা সুবিন্যস্ত না। মিশকাত জামাতে 'শরহুল আকাইদ' পড়ানো হয়, অথচ এটি আকিদার বেশ উঁচু স্তরের একটি কিতাব। এটি পড়ানো হয় এমন তালিবুল ইলমদের, যাদের অনেকের আকিদার সাথে পরিচয় হয় এই কিতাবের মাধ্যমে। আবার কারও ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে আকিদার সাথে পরিচয় থাকলেও এই কিতাবটি পড়ার জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও তথ্য জানা ছাড়াই কিতাবটি পড়া শুরু করে। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফল তো অর্জন হয়ই না, বরং বিষয়বস্তু ও ইবারত জটিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মূল আকিদার তুলনায় কিতাবটির ইবারত হল করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

[৩] 'শারহুল আকাইদ' পড়ানোর সময় বিভিন্ন বাতিল ফেরকার আকিদা ও খণ্ডন নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বা বিশেষ করে আমাদের দেশের বাতিল ফিরকাগুলোর সাথে আমাদের বিরোধটা কোথায় এবং তার জবাব কী, এই বিষয়গুলো নিয়ে তেমন সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা না হওয়ার কারণে তালিবুল ইলমদের নিকট বিষয়গুলো অস্পষ্টই থেকে যায়।

[৪] জালালাইন জামাতে 'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া' কিতাবটি পড়ানো হয়। বেশ উপকারী ও মাকবুল একটি কিতাব। কিন্তু বেশ কিছু মাদরাসার তালিবুল ইলমদের সাথে আলোচনা করে ও খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তারা যে নুসখা বা কপি পড়ে এবং যে-সকল শরাহ মুতালাআয় রাখে, তা বিভিন্ন দেহবাদী ও হাশাবিদের লিখিত, যা খুবই দুঃখজনক। ফলে কিতাবটি থেকে সঠিক আকিদা অর্জিত হয় না; বরং দেহবাদী নুসখা ও শরাহ মুতালার কারণে দেহবাদী আকিদা অর্জনের মধ্য দিয়ে *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়ার* মতো একটি মাকবুল ও বিশুদ্ধ আকিদার কিতাবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

এমন আরও বেশ কিছু কারণে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা তালিবুল ইলমদের নিকট আকিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অস্পষ্ট থেকে যায়। আল্লাহ তাআলা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। আমিন।

তাখাসসুসের তালিবুল ইলমদের সাথে আকিদা নিয়ে আলোচনার পর প্রতি বছরই মনে হতো, একটা কিতাব লেখা দরকার এবং তারাও বলতেন, লেখা

দরকার ও খুবই জরুরি। কিন্তু পরে আর শুরু করা হতো না। অবশেষে করোনাকালে যখন আল্লাহ তাআলা মুতালাআর ফুরসত বাড়িয়ে দিলেন, তখন ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর আমি এ কিতাবটি সংকলনের কাজে হাত দিই এবং ১৩ জুন ২০২১ তারিখে কিতাবের মৌলিক কাজ সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। পরে দীর্ঘ একটি সময় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাঝে দেওয়া হয়। অবশেষে কিতাবটি আজ সম্মানিত পাঠকের হাতে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।

❀ ❀ ❀

কিতাব নিয়ে কিছু কথা

- কিতাবটিকে দুটি ভাগ করা হয়েছে; প্রথমভাগে আকিদার বুনিয়াদি ছয়টি বিষয় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আকিদাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। মূল প্রতিটি বিষয় সাব্যস্তের জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল দেওয়া হয়েছে। শাখাগত বিষয়ে কখনো কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল দেওয়া হয়েছে, আবার কখনো সালাফদের বক্তব্য দ্বারা। কিছু বিষয় সকলের নিকট স্বতঃসিদ্ধ ও মতবিরোধমুক্ত হওয়ায় দলিল উল্লেখ না করে শুধু আকিদা উল্লেখ করা হয়েছে। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কখনো ভিন্ন মতাবলম্বী ফিরকার মত উল্লেখ করে খণ্ডন করা হয়েছে, আবার কখনো মত উল্লেখ না করে সঠিক মত ও দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।

- দ্বিতীয়ভাগে আকিদার সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু বিষয়কে দালিলিকভাবে পেশ করা হয়েছে, যে-সকল বিষয়কে পুঁজি করে বিভিন্ন বাতিল ফিরকা বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের দেহবাদী, হাশাবি ও বিদআতি বানিয়ে দিচ্ছে।

- কিতাবটিতে দলিল হিসেবে উল্লেখিত সকল হাদিস সহিহ ও হাসান পর্যায়ের। যে কিতাব থেকে মতন উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু সেই কিতাবের হাওলাই দেওয়া হয়েছে। কখনো সম্পূর্ণ আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে আবার কখনো শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ হয়েছে।

- প্রতিটি বিষয়ের মূল ও শাখাগত বিষয়গুলো বোঝা ও মুখস্থ রাখার সুবিধার্থে নম্বর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নির্ভরযোগ্য ইমামদের কিতাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল ও শাখাগত গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগুলো যাচাই-বাছাই করে একত্ররূপে পেশ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন বাতিল ফিরকার সাথে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল উল্লেখের সাথে সাথে সালাফদের বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কখনো শুধু সালাফদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে; যেন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারে, কারা প্রকৃত 'সালাফি'।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মধ্যকার মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কখনো উল্লেখযোগ্য সকল মত ও দলিল উল্লেখ করে শেষে মজবুত ও প্রণিধানযোগ্য মতটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কখনো সকল মত উল্লেখ না করে শুধু প্রণিধানযোগ্য মতটি দলিলসহ বা কোনো ইমামের বক্তব্যসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

- আকিদাগুলো যথেষ্ট সহজ-সরল ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের তালিবুল ইলম এবং সাধারণ পাঠক সহজেই বুঝতে ও শিখতে পারেন।

- গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা বিস্তারিত পেশ করার পর শেষে আবার খোলাসা আকারে পেশ করা হয়েছে; যেন স্মরণ রাখতে ও মুখস্থ করতে সুবিধা হয়।

- মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহে নিজ থেকে কোনো মত দেওয়া হয়নি। তবে যে মতটি প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে, তা কোনো ইমামের বক্তব্যসহ নকল করা হয়েছে।

- কিতাবটিতে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে কিছুটা নতুনত্বসহ সালাফদের ধাঁচে লিখতে চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে জালালাইন ও মিশকাতের তালিবুল ইলমগণ *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া* ও *শারহুল আকাইদ* পড়ার সময় কিতাবটি মুতালাআয় রাখলে আশা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু আকিদা ও আকিদা-সংক্রান্ত আলোচনার খোলাসা ও বিভিন্ন

ইখতেলাফের ভিত্তি ও পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবে। সাথে সাথে আকিদার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইবারতের বিষয়ে সঠিক বুঝ ও স্পষ্ট ধারণাও পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

- ইখতেলাফপূর্ণ বিষয়গুলোতে ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এবং হানাফি মাজহাবের অন্যান্য ইমামের বক্তব্য উল্লেখের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ-এর কিছু বক্তব্যের সঠিক অর্থ ও মর্মও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা দেহবাদীসহ বাতিল ফিরকাগুলো তার আকিদাকে গোমরাহ বলে না ঠিক; কিন্তু তার বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ মুসলিমদের গোমরাহ করে।
- কিছু বিষয়ের শেষে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' লিখে বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো নুকতা বা পয়েন্টের দিকে ইশারা ও সতর্ক করা হয়েছে।

❋ ❋ ❋

পরিশেষে সম্মানিত দুজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। একজন হলেন মুহতারাম উস্তাজ মাওলানা তাহমীদুল মাওলা সাহেব দা. বা.। তিনি অত্যন্ত দরদ, আন্তরিকতা ও সময় নিয়ে অধমের এ কিতাবটি পড়েছেন এবং কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে দিয়েছেন।

আরেকজন হলেন আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর মাওলানা নুরুল্লাহ মারুফ। বহু ব্যস্ততার মাঝে তিনি আমার কিতাবটি পড়েছেন এবং ভাষাগত সম্পাদনা করে আমার লেখাগুলোকে পড়ার উপযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা উভয়কে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

এ ছাড়াও যারা নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, যাদের তাসনিফাত বা কিতাবসমূহ আমাকে পথনির্দেশ করেছে, এবং আমার মতো অজানা-অচেনা একজনের কিতাব প্রকাশের জন্য যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; বিশেষত চেতনা প্রকাশনের কর্ণধার মাওলানা বোরহান আশরাফী—আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন, আমিন।

সবশেষে মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিতাবটিতে বারংবার চোখ বোলানো সত্ত্বেও ভুল রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠকের খেদমতে আমার আরজ, কোথাও যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, নির্দ্বিধায় আমাকে জানানোর অনুরোধ। পরবর্তী সংস্করণে তা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হবে ইনশাআল্লাহ।

পাঠক সমীপে একটি দোয়ার নিবেদন করে কথা শেষ করি। সবকিছু যদি ঠিক থাকে, তাহলে আগামী রমজান (১৪৪৪ হিজরি/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ইনশাআল্লাহ কোনাপাড়ায় **মারকাযু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ**[২] নামে একটি মাদরাসার যাত্রা শুরু হচ্ছে। মক্তব, হিফজ ও মাদানি নেসাবের পাশাপাশি যে বিভাগটির প্রতি আমার বেশি আগ্রহ, সেটি হচ্ছে আকিদা বিভাগ। এক বছর মেয়াদি এ বিভাগটি নিয়ে আমি বেশ আশাবাদী। ইনশাআল্লাহ, আকিদা বিভাগে মৌলিক ছয়টি বিষয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলিলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে সকল আকিদা জানা এবং ফিরাকে বাতিলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে। সেইসাথে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, তিনটি স্তরের আকিদার কিতাব পড়ানো হবে এবং বোঝা ও বোঝানোর মতো যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া ও *বুনিয়াদি আকাইদ*—কিতাব দুটিকে সামনে রেখে আগামী রমজানে মাত্র ১৬ দিনের আকিদার একটি তাদরিবের প্রস্তুতির কাজ চলছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাদরিবটিতে আকিদা-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন। আমিন।

মক্তব ও হিফজ বিভাগে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিফজ সম্পন্ন করে কিতাব বিভাগে আনার চেষ্টা করা হবে। এ ছাড়া মাদানি নেসাবের আদলে গড়ে তোলা কিতাব বিভাগটিতে নিয়মতান্ত্রিক সিলেবাসের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে আকিদা গঠনের প্রতি, ইনশাআল্লাহ। আমার দৃঢ় ইচ্ছা অন্তত মেশকাত জামাতের

---

২. এই নামকরণ করেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর প্রধান মুফতি ও শাইখুল হাদিস এবং হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা আল্লামা মুফতি আহমদুল্লাহ সাহেব দা. বা.। মাওলানা রেজাউল করিম বোখারী ভাই এ ক্ষেত্রে যারপরনাই সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

পূর্বেই যেন প্রত্যেক তালিবুল ইলমের আকিদা মজবুত ও পরিপক্ক হয়ে যায় এবং আকিদাবিষয়ক যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।[৩]

তাওফিক ভিক্ষা চাই মহান আল্লাহর দরবারে। দোয়ার নিবেদন করি পাঠকদের কাছে। যেন আল্লাহ তাআলা যাবতীয় প্রতিকূলতা দূর করে দ্বীনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার তাওফিক দান করেন এবং একে তাঁর দ্বীন রক্ষার ঘাঁটি হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন।

মাওলানা বেলাল বিন আলী
ই-মেইল : belalbinali24@gmail.com
২০ রমজান ১৪৪৩

---

৩. ঠিকানা : সামসুল হক খান স্কুল রোড, মডার্ন হারবাল সংলগ্ন, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬২। যোগাযোগের নম্বর : ০১৮৬২-৫০৯৩৩৯

সূচিপত্র

ঈমানের পরিচয় ও তার প্রকার ২১
ঈমান ও আমল ২৭
শিরক ও তার প্রকার ৩০

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আকিদা □ ৩৫

১. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে আকিদাসমূহ রাখা আবশ্যক ৩৬
২. আল্লাহ তাআলাকে যে আকিদাসমূহ থেকে চিরপবিত্র মনে করা আবশ্যক ৪৫

আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত সম্পর্কিত আকিদা □ ৫৯

আল্লাহ তাআলার নাম সম্পর্কিত আকিদা ৫৯
আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কিত আকিদা ৬৩
الصفات النفسية—আস-সিফাতুন নাফসিয়া ৬৩
الصفات السلبية—আস-সিফাতুস সালবিয়া ৬৩
صفات المعاني—সিফাতুল মায়ানি ৬৪
الصفات الفعلية—আস-সিফাতুল ফেলিয়াহ বা কর্মগত সিফাত ৬৫
الصفات الخبرية—আস-সিফাতুল খাবারিয়া ৬৬
নবি-রাসুলগণ সম্পর্কে আকিদা ৭৩
হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু আকিদা ৮২
আসমানি কিতাব সম্পর্কে আকিদা ৮৮
ফেরেশতা সম্পর্কে আকিদা ৯৩

কেয়ামত সম্পর্কে আকিদা □ ৯৮

কেয়ামতের ছোট আলামত	১০০
কেয়ামতের বড় আলামত	১০৩
১. ইমাম মাহদির আগমন	১০৩
২. দাজ্জাল	১০৪
৩. হজরত ঈসা আ.-এর অবতরণ	১০৫
৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন	১০৬
৫. বড় ধরনের তিনটি ভূমিধস	১০৭
৬. বিশাল একটি ধোঁয়া	১০৭
৭. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়	১০৮
৮. পবিত্র কুরআনকে উঠিয়ে নেওয়া	১০৮
৯. এক অদ্ভুত জন্তু	১০৯
১০. কাবাঘর ভেঙে ফেলা	১০৯
১১.এক ভয়াবহ আগুনের বহিঃপ্রকাশ	১০৯

পরকাল সম্পর্কিত আকিদা □ ১১১

মৃত্যু	১১১
আখেরাত	১১২
কবর	১১৩
পুনরুত্থান	১১৮
হাশর	১১৯
হিসাবনিকাশ সত্য	১২২
আমলনামা বণ্টন	১২৫
প্রশ্ন করা	১২৬
মিজান	১২৮
সিরাত	১৩০
আরাফ সত্য	১৩১
হাউজ ও কাউসার সত্য	১৩২
শাফাআত সত্য	১৩৪
জান্নাত	১৩৬
জাহান্নাম	১৩৯
তাকদির সম্পর্কে আকিদা	১৪২
তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসের কিছু উপকারিতা	১৪৯

কলম, লাওহে মাহফুজ, আরশ, কুরসি, রুহ সত্য □ ১৫০

কলম ১৫০
লাওহে মাহফুজ ১৫০
আরশ ১৫১
কুরসি ১৫২
রুহ ১৫৩
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা ১৫৪
জিন ও শয়তান সম্পর্কে আকিদা ১৬৩
কুফরের পরিচয় ও তার প্রকার ১৬৬
কতিপয় কুফর ১৬৭
কুফরের বিধান ১৭১

আকিদাসংক্রান্ত অন্যান্য জরুরি আলোচনা □ ১৭২

তাওহিদের পরিচয় ও প্রকার ১৭৩
তাওহিদের মর্মকথা ১৭৪
হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর নিকট তাওহিদের ভাগ ১৭৫
মুশরিকরা কি তাওহিদুর রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল? ১৭৯
নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য কি একমাত্র তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেওয়া? ১৮১
আল্লাহ তাআলা স্থান, কাল, পাত্র থেকে চিরপবিত্র ১৮৫
হুলুলি ও দেহবাদী আকিদা নিয়ে কিছু কথা ২০৭
আল্লাহ তাআলা ভেতর-বাহির থেকে চিরপবিত্র ২২৫
আল্লাহ তাআলার অবস্থান বিষয়ে সালাফিদের দুটি ভুল বিশ্লেষণ ২৩৩
আল্লাহ তাআলা কোথায়? ২৩৯
তাফবিদ ২৪৫
তাবিল ২৫৩
তাবিল নিয়ে জনৈক দেহবাদীর সাথে কথোপকথন ২৬১
ইসতাওয়া (اسْتَوَى) ২৬৬
আহলে সুন্নাত ও সালাফিদের মধ্যে আস-সিফাতুল খাবারিয়া-সংক্রান্ত তফাত ২৮৫
কুরআন কি সৃষ্ট? ২৯২
ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যকে সালাফিদের বিকৃতি-১ ২৯৮
ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যকে সালাফিদের বিকৃতি-২ ৩০৩
আল্লাহ তাআলা সুরাত ও আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র ৩১০

আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্পর্কিত আকিদা □ ৩১৭

ক. দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দেখা ৩১৭
খ. দুনিয়াতে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে দেখা ৩১৭
গ. মেরাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখা ৩১৮
ঘ. আখেরাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা ৩২১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা □ ৩২২

ক. স্বপ্নে দেখা ৩২২
খ. জাগ্রত অবস্থায় দেখা ৩২৩
অসিলা ৩২৫
অসিলা গ্রহণ বিষয়ে হাফেজ তাইমিয়া রহ.-এর অবস্থান ৩৩১
তাসাউফ ৩৩৩
কারামত ৩৩৮
স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম ৩৪৩
ওহি, স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের মধ্যকার পার্থক্য ৩৪৫
দেহবাদী আকিদা হতে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রত্যাবর্তন ৩৪৬

ঈমানের পরিচয় ও তার প্রকার

১. ঈমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা, যেমন ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাদের বাবাকে বলেন,

﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ﴾

আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই।[৪]

২. ঈমানের পারিভাষিক অর্থ

যে-সকল বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তা বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা এবং মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া। যেগুলো বিস্তারিত, তার ওপর বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা আর যেগুলো সংক্ষিপ্তরূপে প্রমাণিত, তার ওপর সংক্ষিপ্তরূপে ঈমান আনা।

৩. ঈমানের দাবি হলো

কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় ছাড়া, প্রশান্তচিত্তে বিশ্বাস করবে এবং স্বীকার করবে, আল্লাহ সত্য, ইসলাম সত্য এবং সর্বশেষ নবি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সব সত্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

৪. সুরা ইউসুফ, ১৭

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ – وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন। এবং ওই কিতাবের প্রতি, যা তিনি পূর্বে নাজিল করেছেন। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ ও কেয়ামত দিবসকে, সে চরম গোমরাহিতে লিপ্ত হবে।[৫]

সাধারণ মুসলিমদের জন্য হাদিসে জিবরিল অনুযায়ী ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ . قَالَ "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" ، قَالَ صَدَقْتَ .

সে বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবিগণ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে।[৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله حق.

তাওহিদের মূল এবং যার ওপর বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয় তা এই যে, অবশ্যই বলতে হবে, আমি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, শেষ দিবস, মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান, তাকদির, যার ভালো ও মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং হিসাব, মিজান, জান্নাত, জাহান্নামের ওপর ঈমান এনেছি। আর এ সবই সত্য।[৭]

---

৫. সুরা নিসা, ১৩৬
৬. মুসলিম, ১
৭. আল-ফিকহুল আকবার, ৪

৪. ঈমানের রোকন ও স্তম্ভ :

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. বলেন,

الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان.

ঈমান হলো জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।[৮]

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.

ঈমান হলো জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।[৯]

ইমাম আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

الإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجماعة.

অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নিকট ঈমান হলো জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।[১০]

ব্যাখ্যা : ঈমানের রোকন ও স্তম্ভ হলো দুইটি :

ক. মূল রোকন।

খ. অতিরিক্ত রোকন।

ঈমানের মূল রোকন হলো, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, যা সর্বদা থাকা আবশ্যক। আর অতিরিক্ত রোকন হলো, মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেওয়া। উল্লেখ্য, মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি অতিরিক্ত রোকন হলেও পার্থিব নানান হুকুম কার্যকর হওয়ার স্বার্থে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য একবার হলেও মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি দেওয়া শর্ত।

৫. মানুষের প্রকার ও তার হুকুম :

ক. যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করবে এবং মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেবে, সে আল্লাহ তাআলা ও মানুষের নিকট মুমিন বলে গণ্য হবে।

---

৮. *আল-ওয়াসিয়্যাহ*, ৪৯

৯. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ২১

১০. *বাহরুল কালাম*, ৭৭

খ. যে ব্যক্তি অন্তরে অবিশ্বাস করবে এবং মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেবে না, সে আল্লাহ তাআলা ও মানুষের নিকট কাফের বলে গণ্য হবে।

গ. কেউ যদি মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেয়, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না করে, যেমন মুনাফেক, সে মানুষের নিকট মুমিন বলে গণ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট নয়।

ঘ. কেউ যদি অন্তরে বিশ্বাস করে কিন্তু মৌখিকভাবে একবারও স্বীকারোক্তি না দেয়, তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। তবে যদি মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি না দিতে সে বাধ্য হয়, অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহলে কাফের হবে না।

৬. ঈমানের মাঝে কোনো সন্দেহ থাকা কুফর। এজন্য সন্দেহের সাথে বলা যাবে না, 'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন'।

৭. হারাম জেনে কোনো মুমিন গুনাহ করলে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় না। চাই তা গুনাহে কবিরা হোক বা সগিরা। তবে কোনো গুনাহ যদি স্পষ্ট কুফর বোঝায়, তাহলে তা ভিন্ন। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা। কুরআনকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া (নাউজুবিল্লাহ), বা অন্যভাবে অপমান করা ইত্যাদি।

৮. ঈমান আনার পর যত গুনাহই করুক, কোনো ক্ষতি হবে না, এটা ভুল আকিদা।

৯. কোনো মুমিনকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করা যাবে না, যতক্ষণ না সে এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করবে, যা সে বিশ্বাস করার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে জবানে অস্বীকার করা বা অন্তরে অবিশ্বাস করা অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে বিশ্বাস ও সত্যায়ন না করা। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.

> বান্দা ঈমান থেকে বের হবে না। তবে যদি সে এমন কিছুকে অস্বীকার করে, যা বিশ্বাসের মাধ্যমে সে ইসলামে প্রবেশ করেছে, তাহলে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে।[১১]

---

১১. আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া, ২১

১০. ঈমান ও কুফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হয় মৃত্যুর সময়। যেমন কেউ সারাজীবন মুসলিম ছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময় নিজ ইচ্ছায় কুফরি কালিমা উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সে কাফের বলে সাব্যস্ত হবে। আরেকজন সারাজীবন কাফের ছিল, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্বে ঈমানসুলভ কোনো কালিমা উচ্চারণ করল, তাহলে সে মুমিন বলে সাব্যস্ত হবে।

১১. মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে কিংবা স্বচক্ষে কেয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে থাকাবস্থায় ঈমান আনলে তা কবুল হয় না। কারণ মুমিন বলা হয় যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর থেকে বর্ণিত সকল বিষয়ের ওপর না দেখেই ঈমান আনবে। যদিও কোনো বিষয় তার বুঝে না আসে।

১২. ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য :

আভিধানিক অর্থে ঈমান হচ্ছে কোনোকিছুকে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা। আর ইসলাম হচ্ছে 'আত্মসমর্পণ'। ফলত ইসলাম আভিধানিকভাবে ঈমানের তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কেননা ইবাদত করা যেমন আত্মসমর্পণ, তেমনই বিশ্বাস করাও একপ্রকার আত্মসমর্পণ।

তবে হ্যাঁ, পরিভাষায় ঈমান ও ইসলাম এক। কতক ইমাম অবশ্য বলেন, এক নয়, বরং উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঈমানের সম্পর্ক হলো বিশ্বাসের সাথে আর ইসলামের সম্পর্ক হলো আমলের সাথে। অবশ্য এ পার্থক্যসত্ত্বেও একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। যেমন ইসলাম যদি হয় দেহ, ঈমান তার প্রাণ। ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক সমর্পণ, আর ঈমান হচ্ছে আত্মিক সমর্পণ। আবার কতক ইমাম বলেন, একসাথে যদি উভয় শব্দ ব্যবহার হয়, তখন অর্থ হবে ভিন্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে যদি পৃথকভাবে ব্যবহার হয়, তাহলে যেকোনো একটি উভয় শব্দের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

১৩. ঈমানের জন্য কি আমল শর্ত?

আলেমদের মধ্যকার এ বিষয়ক ইখতেলাফ হচ্ছে শব্দগত ইখতেলাফ। আমলকে যারা ঈমানের অংশ মনে করেন, তারা খাওয়ারিজদের ন্যায় এমন অংশ বলেন না যে, আমল না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুমিনই থাকবে না। আবার আমলকে যারা ঈমানের অংশ মনে করেন না, তারা আমলের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

والعمل غير الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال : ارتفع عنه الإيمان ، فإن الحائض رفع الله سبحانه وتعالى عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال : رفع عنها الإيمان وأمرها بترك الإيمان ... ويجوز أن يقال : ليس على الفقير الزكاة ولا يجوز أن يقال : ليس على الفقير الإيمان.

আর আমল যেমন ঈমান নয়, ঈমানও তেমনই আমল নয়। যেমন অনেক সময় আছে, মুমিনের জিম্মা থেকে আমল রহিত হয়ে যায়। (এর ফলে) তার থেকে ঈমান রহিত হয়ে গেছে এমন কথা বলা বৈধ নয়। যেমন ঋতুমতী নারী থেকে আল্লাহ নামাজকে রহিত করে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এ কথা বলা বৈধ নয় যে, তার থেকে ঈমানকে রহিত করে দিয়েছেন এবং তাকে ঈমান ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।... একইসাথে গরিবের ওপর জাকাত নেই এমন কথা বলা বৈধ হলেও (জাকাতের বিধান নেই বলে) 'গরিবের ঈমান নেই' বলা কিন্তু বৈধ নয়।[১২]

তিনি আরও বলেন,

فالمؤمنون من قبل إيمانهم بالله يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويذكرون الله وليس من قبل صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم بالله يؤمنون.

মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস থেকেই নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত এবং আল্লাহর জিকির ইত্যাদি আদায় করে। বিষয়টা এমন নয় যে, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাতের কারণে তারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে।[১৩]

❀ ❀ ❀

১২. আল-ওয়াসিয়্যা, ৫০
১৩. আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম, ৩৬

ঈমান ও আমল

ঈমানের জন্য আমলকে শর্ত করার বিষয়ে কয়েকটি মাজহাব :

ক. খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতে আমল ঈমানেরই অংশ। কাজেই আমল ছেড়ে দিলে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে।

ঈমান থেকে বের হওয়ার ফলে কাফের হয়ে যাবে কি না তা নিয়ে আবার তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। খাওয়ারিজদের দাবি, আমল ছাড়ার ফলে ঈমান থেকে বের হয়ে সরাসরি কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি। আর মুতাজিলাদের দাবি, কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে না, বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে থাকবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি, তবে তাদের আজাব কাফেরদের আজাব থেকে হালকা হবে।

খ. মুরজিয়াদের বক্তব্য হলো, আমলের কোনো প্রয়োজনই নেই। পরকালীন নাজাতের জন্য শুধু 'অন্তরের বিশ্বাসই' যথেষ্ট।

গ. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বক্তব্য হলো, ঈমানের সাথে সাথে নিশ্চয় আমলেরও প্রয়োজন আছে। তবে অলসতা করে আমল ছেড়ে দিলে ফাসেক ও গুনাহগার হবে, কিন্তু কাফের হবে না। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে আজাব দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। তবে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না।

বলাবাহুল্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত যেমন খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতো বাড়াবাড়ি করেন না, তেমনই মুরজিয়াদের মতো শিথিলতাও করেন না। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> واعلم أني أقول : أهل القبلة مؤمنون، لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيئ من الفرائض، فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان كان من أهل الجنة عندنا، من ترك الإيمان والعمل كان كافرا من أهل النار، ومن أصاب الإيمان وضيع شيئا من الفرائض كان مؤمنا مذنبا، وكان لله تعالى فيه المشيئة، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

জেনে রাখো আমার মত হলো, আহলে কিবলা মুমিন। কোনো ফরজ বিধান নষ্ট করার কারণে আমি তাদেরকে ঈমান থেকে বের করে দেবো না। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সকল ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে আমাদের নিকট জান্নাতি। আর যে ঈমান ও আমল (উভয়টা) ছেড়ে দেবে, সে কাফের, জাহান্নামি। আর যার ঈমান আছে কিন্তু কোনো ফরজ বিধান নষ্ট করেছে, সে গুনাহগার মুমিন, তার বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছা থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আজাব দেবেন, অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।[১৪]

১৪. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়া বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا تتصور زيادته إلا بنقصان الكفر، فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا.

ঈমান বাড়েও না, কমেও না। কেননা ঈমান কমে যাওয়ার মানে যেমন কুফর বৃদ্ধি পাওয়া, তেমনই ঈমান বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো কুফর হ্রাস পাওয়া। সুতরাং একই ব্যক্তি একসাথে মুমিন, আবার কাফের, এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে?।[১৫]

ব্যাখ্যা : ঈমানের দুটি দিক রয়েছে—

ক. ঈমানের সত্তাগত দিক।

খ. ঈমানের গুণগত দিক।

ক. ঈমানের সত্তাগত দিক : সত্তাগত দিক থেকে ঈমান এমন কোনো জিনিস নয়, যা ভাগ ও খণ্ড খণ্ড হতে পারে। এ কারণেই সত্তাগত দিক থেকে সকল মুমিনের ঈমান যেমন এক ও সমান, তেমনই সেই একই কারণে সত্তাগত দিক থেকে ঈমান বাড়েও না, কমেও না। কেননা ঈমান কমে যাওয়ার অর্থ হলো কুফর বৃদ্ধি পাওয়া আর ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো কুফর কমে যাওয়া। এটা তো স্পষ্ট যে, ঈমান ও কুফর পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি জিনিস। সুতরাং তা একসাথে হওয়া অসম্ভব।

---

১৪. *রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি*, ৬

১৫. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৪৯

খ. ঈমানের গুণগত দিক : ঈমানের গুণগত দিকটি হলো ঈমানের নুর ও পূর্ণতা। আমলের মাধ্যমে ঈমানের নুর যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই গুণগত দিক থেকে তা পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সত্তাগতভাবে ঈমান বৃদ্ধিও পায় না এবং হ্রাসও হয় না। কাজেই আমলের সাথে ঈমানের সত্তাগত দিকের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এর সম্পর্ক হলো ঈমানের গুণগত দিকের সাথে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নবি-রাসুল, সিদ্দিকিন ও সাধারণ মানুষের ঈমান সত্তাগত দিক থেকে সমান হলেও শক্তি ও মজবুতির দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। নবিদের ঈমান বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব, কেননা তা বাস্তব দেখার মাধ্যমে অর্জিত। সিদ্দিকিনদের ঈমান মজবুত দলিলের মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় টলাতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল মানুষের ঈমান সর্বদা একটা ঝুঁকিতে থাকে। কেননা তা নবি ও সিদ্দিকিনদের মতো মজবুত দলিলের মাধ্যমে অর্জিত নয়। এজন্যই তারা সর্বদা দোয়ায় বলবে,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾

হে আমাদের রব! আপনি আমাদের হেদায়েত দান করার পর আমাদের অন্তরকে বিচ্যুত করবেন না।[১৬]

১৫. ঈমানে তাহকিকি ও ঈমানে তাকলিদি :

ঈমানে তাহকিকি হচ্ছে, যে-সকল বিষয়ে ঈমান রাখা জরুরি, তার প্রতিটি বিষয়ের ওপর দলিলসহ ঈমান রাখা। আর ঈমানে তাকলিদি হচ্ছে, দলিল না জেনে ঈমান রাখা। উভয় প্রকার ঈমানই গ্রহণযোগ্য। দলিলসহ ঈমান রাখা ঈমানের মূল শর্ত নয়, বরং ঈমান পূর্ণতার শর্ত।

❀ ❀ ❀

১৬. সুরা আলে-ইমরান, ৮